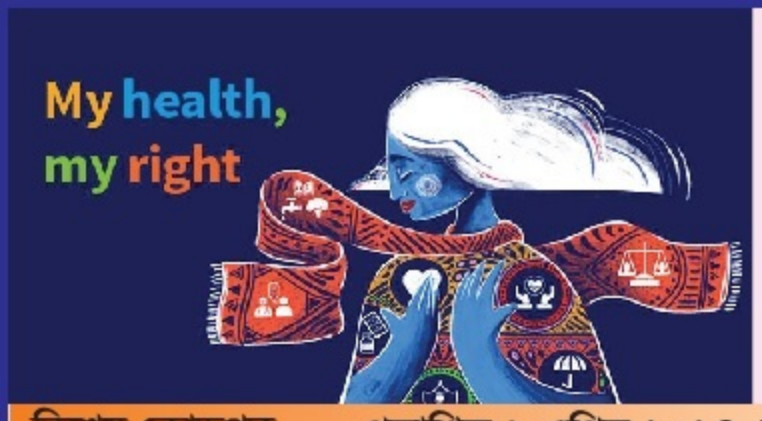

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

৭ এপ্রিল ২০২৪

My health, my right | **স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে**

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত ৬ এপ্রিল ২০২৪, শনিবার

সম্পাদনা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), সহযোগিতায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৪ চৈত্র ১৪৩০
০৭ এপ্রিল ২০২৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'My health, my right' অর্থাৎ 'স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে' যথার্থ হয়েছে বলে আমি বলে মনে করি।

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সরকার মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া সরকার স্বাস্থ্যখাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে জনগণের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মা ও শিশুদের টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'কমিউনিটি ক্লিনিক' মডেল জাতিসংঘ কর্তৃক 'দ্যা শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় অভূতপূর্ব অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ থেকে 'সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড' এবং গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস্ এন্ড ইম্যুনাইজেশন (গ্যাভি) কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো' খেতাব প্রাপ্তি দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করেছে।

সরকারের সময়োপযোগী ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে করোনা মহামারি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। মহামারি নিয়ন্ত্রণে দ্রুততম সময়ে মানুষকে টিকা প্রদান ও আক্রান্ত রোগীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সাফল্যের ধারবাহিকতায় সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বৈশ্বিক অঙ্গীকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ চৈত্র ১৪৩০
০৭ এপ্রিল ২০২৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল ২০২৪ 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "My health, my right" যার ভাষান্তর করা হয়েছে ''স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে" যথার্থ ও সময়োচিত হয়েছে বলে মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে এমডিজি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড ও গ্যাভি এ্যাওয়ার্ডের মত আন্তর্জাতিক পুরস্কার। টিকাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ও বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ "ভ্যাকসিন হিরো" নামে আখ্যায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিক আজ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এছাড়া সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে বাংলাদেশের জয়লাভ স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

আওয়ামী লীগ সরকার গত পনের বছরে চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নার্সিং সেবার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, আইন ও নীতিমালা প্রণয়নসহ স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। আমরা নতুন নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি এবং চিকিৎসকদের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। হাসপাতালে রোগীদের সেবার জন্য চিকিৎসক, নার্স, সাধারণ বেড ও ICU বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। এছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সারাদেশে ১৪,২৮৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে সহজতর করা হয়েছে। ৫ম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার সকল চ্যালেঞ্জসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে তা মোকাবিলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত সেবার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকার বৈশ্বিক এ ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। আমরা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকারকে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করার ফলে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন এখন ঈর্ষনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিশু মৃত্যু এবং মাতৃ মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি স্বাস্থ্যখাতে আমাদের সরকারের বিপুল অর্জনকে আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৭ এপ্রিল, ২০২৪বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু দূষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ নানাবিধ কারণে মানুষের রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকি হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলার প্রয়াসে এবারের প্রতিপাদ্য (My health, my right) যার ভাষান্তর করা হয়েছে **''স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে"** অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম সংবিধানে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এই অধিকারকে বাস্তবে রূপ দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন স্বাস্থ্য সেবার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ধারণা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র প্রয়োজনীয় মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পাবে এবং এই স্বাস্থ্য সেবা পাবার জন্য তাকে কোন আর্থিক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হবে না। এর মূল লক্ষ্য হল-চিকিৎসা ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে রোগীর নিজস্ব পকেট থেকে খরচের পরিমাণ কমানো।

সুস্থ, কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল একটি জাতি গঠন করাই বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, শয্যা সংখ্যাবৃদ্ধি, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্সসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করে গ্রামীন হতদরিদ্র মা ও শিশুসহ সকল স্তরের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে; যা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসএসকে সেল গঠন, 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' প্রকল্প চালুকরণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচিতে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তকরণসহ নানাবিধ উদ্যোগ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য মান উন্নয়নের পথকে সুগম করেছে। এখন আমাদের মানসম্মত ডাক্তার, নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির মাধ্যমে উন্নত, টেকসই স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়ন আজ বিশ্ব স্বীকৃত। এমডিজি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড ও গ্যাভি এ্যাওয়ার্ডের মত আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের পাশাপাশি সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে বাংলাদেশের নির্বাচিত হওয়া স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা ও স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ। এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমাদের সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নিরলস কাজ করে যেতে হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এ ব্যাপারে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রত্যন্ত বা প্রান্তিক জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে চিকিৎসকসহ সকলের উপস্থিতি নিশ্চিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করে তাদের সুস্থ রাখতে পারলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের আহ্বান বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করছি। এ দিবসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে স্বাস্থ্য খাতে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বাংলাদেশে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ সামন্ত লাল সেন

World Health Organization
South-East Asia

World Health Day: "My health, my right"

Message from Saima Wazed
Regional Director, WHO South-East Asia

The 7th of April marks the founding anniversary of the World Health Organization - the day the constitution our organization came into force in 1948. 76 years later, on this day today, we mark World Health Day. This year, we do so under the theme 'My health, my right.'

This year's theme was chosen to champion the right of everyone, everywhere to have access to quality health services, education, and information. It tells us of the right to safe drinking water, clean air, and good nutrition. It reminds us that quality housing, decent working and environmental conditions, and freedom from discrimination should be enjoyed by everyone. This is what we must work towards.

Together, we must ensure that every person reaches their highest standard of physical and mental well-being. We must ensure that each person's race or religion, their political beliefs, or their economic or social conditions are no impediment to this.

On World Health Day, I would like to reiterate my vision for South-East Asia. I envision a Region where people take a holistic approach to health and well-being and are physically and mentally empowered to achieve their full potential.

As we are reminded today, health is a basic human right. We want a Region where this right is enjoyed by everyone, starting from before birth, including the most vulnerable, and covering every community. Our South-East Asia Region has made notable progress in advancing this right to health. From enhancements in healthcare coverage to declines in maternal and child mortality rates, there are achievements to be celebrated. Nevertheless, challenges remain. Nearly 40% of our Region's population still lacks essential health services coverage.

Current government expenditure remains unacceptably low, leading to high out-of-pocket expenses for many. Financial hardships in accessing basic healthcare are unfortunately on the rise. Vulnerable groups encounter disproportionate obstacles in accessing healthcare. Gender disparities persist in the diagnosis and treatment of noncommunicable diseases. Poor quality care takes a heavier toll on health outcomes than mere lack of access to care.

However, amidst these challenges, we remain steadfast in our commitment to a rights-based approach to health. We must ensure equality, participation, and accountability in healthcare decision-making processes.

Governments need to increase investments in health and strengthen healthcare systems. Governments and duty-bearers, including the WHO, have an obligation to respect, protect, and fulfil this right for all individuals. In a world facing multiple crises, realizing the right to health is more crucial than ever.

Let us renew our resolve to make the right to health a reality for all. Let us set course toward a future where health is not a privilege but a promise—a promise to safeguard the dignity and well-being of everyone, everywhere.

On this World Health Day, let us not forget 'My health, my right.'

Thank you.

Saima Wazed
Regional Director
WHO South-East Asia

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৭ এপ্রিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য 'My health, my right' যার ভাষান্তর করা হয়েছে ''স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে"। ৭ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। স্বাস্থ্য সমস্যায় নজর রাখা ও তার নিবারন এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৫০ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এ দিনটি পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ সচেতনতার মাধ্যমেই নানারোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের অন্যতম। মানুষের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, অসচেতনতা, প্রতিকুল পরিবেশ ও প্রকৃতিক দুর্যোগসহ নানাবিধ কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এ সকল রোগের চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে চলে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে নানামুখি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে নানাবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই সর্বজনীন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের ধারায় রয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে ৫ম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচিতে বিভিন্ন কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে গৃহিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনার পাশাপাশি আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডাঃ রোকেয়া সুলতানা

সভাপতি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ এপ্রিল ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'My health, my right' যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ''স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে"। এ প্রতিপাদ্যের গুরুত্বারোপ করে দেশব্যাপী ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধান ১৫ ও ১৮ (১) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে জীবন ধারণের অন্যান্য মৌলিক উপাদানের সাথে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য সেবার যে উন্নয়ন হয়েছে তা আজ সারাবিশ্বে রোল মডেল।

এবারের স্বাস্থ্য দিবসে সবার জন্য স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবাই সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের মূল ভিত্তি। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, দরিদ্র, গ্রাম, শহর নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এবারের স্বাস্থ্য দিবসের আহবান।

সর্বস্তরে নিরাপদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ, বিশেষ সেল গঠন, পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন, গবেষণা, মনিটরিং, আইসিটি খাতকে সম্পৃক্তকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এছাড়াও দেশে অনেক নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বিশেষায়িত হাসপাতাল, নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করে স্বাস্থ্যখাতের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে।

এ দিবস পালনে সহযোগীতার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪ এর তাৎপর্য

স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় "বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস" পালিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য **"My health, my right"** যার বাংলা ভাষান্তর **"স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতে: কাজ করি একসাথে"**।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। তিনি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পাওয়াকে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবে সংবিধানে সংযোজনের পাশাপাশি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব প্রদান, চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জেলা, থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। যার ফলে গত ১৫ বছরে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশু, কিশোরী ও নারীদের ১১টি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে বিনামূল্যে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। অতিসম্প্রতি শুরু হয়েছে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের বিনামূল্যে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম। সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে করোনা মহামারীতে মৃত্যু যে কোন দেশের চেয়ে অনেক কম ছিল। কোভিড মহামারী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশের উদ্বিষ্ট জনগোষ্ঠীর ৯৪ শতাংশ মানুষকে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৪ সালে পোলিও মুক্ত ঘোষণা এবং ২০২৩ সালে কালাজ্বর ও লাইমফেরিয়াসিস নির্মূলের স্বীকৃতি আমাদের স্বাস্থ্য খাতের অনন্য অর্জন। এ ছাড়া যক্ষা ও এইচআইভি/এইডস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরে ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল গঠিত জাতীয় পুষ্টি পরিষদের পরামর্শে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান মা ও শিশুসহ সকল স্তরের জনগণের পুষ্টি মান উন্নয়নে কাজ করার ফলে খর্বাকৃতি শিশু, স্বল্প ওজনের শিশু, কম জন্ম ওজনের শিশুর সংখ্যা এবং রাতকানা ও গলগন্ড রোগ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

দেশের পরিবার পরিকল্পনা খাতেও অনেক সফলতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহিত নারী গড়ে ৬.৯ জন সন্তান জন্ম দিতেন সেটি কমে এখন ২.১৫ জনে নেমে এসেছে এবং হ্রাস পেয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

ঔষধ শিল্প বর্তমানে দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান একটি শিল্প। দেশীয় চাহিদার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের পাশাপাশি ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৫৭টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ডায়াবেটিস, শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী রোগ (সিওপিডি), হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সারের মতো রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট মৃত্যুর প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই মারা যাচ্ছে এ সকল রোগে। এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু ও শব্দ দূষণের কারণে সৃষ্ট রোগসহ ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার তুলনায় সেবা প্রাপ্তির সুযোগ এখনও অপ্রতুল, বাল্য-বিবাহের হার এখনও বেশী। বর্তমান সরকার এ সমস্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ের সকল মানুষের অবদান রাখার স